হয় না। তাছাড়া, কোনো অধিকারই বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। প্রতিটি অধিকারই অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, আমার সম্পত্তির অধিকার অন্যের সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে যুক্ত এবং শুধু তাই নয়, আমার সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের সম্পত্তি পরিচালনায় (উদাহরণস্বরূপ, শিল্প-পরিচালনার) অংশগ্রহণের অধিকার।

১১.২. অধিকারের বিভিন্ন রূপ বা ফর্ম (Form)

স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা

অধিকারের তিনটি প্রধান রূপ : স্বাভাবিক অধিকার, নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার। আঠারো শতক পর্যন্ত অধিকারের যে ধারণাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা। স্বাভাবিক অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। স্বাভাবিক অধিকারের উৎস মানুষের প্রকৃতি। এই অধিকারকে শাশ্বত ও ব্যক্তিজীবন থেকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করা হয়।

সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সময় পার্লামেন্টপন্থীরা এবং লেভেলার্স[৫] (Levellers)-রা স্বাভাবিক অধিকারের দাবিকে সোচ্চারে উপস্থিত করেছিল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিপ্লবের সময় লক ছিলেন স্বাভাবিক অধিকারের একজন প্রধান প্রবক্তা। আমেরিকা এবং ফ্রান্সেও বিপ্লবের সময় স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আমেরিকার সংবিধানের "বিল অব্ রাইট্স্" এবং ফ্রান্সের বিপ্লবের সময় ঘোষিত "মানবিক অধিকারের" ঘোষণায় স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা রূপায়িত হয়েছিল। এমনকি, গত শতকেও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে "মানবিক অধিকারের সনদ" গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যেও এই ধারণাটি মূর্ত।

নৈতিক অধিকার

স্বাভাবিক ও নৈতিক অধিকারের পার্থক্য

স্বাভাবিক অধিকারের পাশাপাশি দ্বিতীয় আর এক ধরনের অধিকার হল, নৈতিক অধিকার। নৈতিক অধিকারের উৎস মানুষের ন্যায়বোধ। যেসব অধিকার নীতিগতভাবে সমর্থনীয় অর্থাৎ যার ভিত্তি নীতিবোধ বা নৈতিকতা, তাকেই নৈতিক অধিকার বলা যায়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এই অধিকারকে প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। স্বাভাবিক অধিকার আর নৈতিক অধিকার এক নয়। প্রথমত, স্বাভাবিক অধিকার জন্মগত। কিন্তু নৈতিক অধিকার জন্মগত অধিকার নয়, ভালো-মন্দ বোধ থেকে উদ্ভূত অধিকার। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক অধিকার অবিচ্ছেদ্য (inalienable) অর্থাৎ, কেড়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু নৈতিক অধিকার অবিচ্ছেদ্য নয়। তৃতীয়ত, স্বাভাবিক অধিকারকে শাশ্বত মনে করা হয়; কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভালো-মন্দ বোধ বা নীতিবোধ পাল্টায় বলে নৈতিক অধিকার শাশ্বত নয়, পরিবর্তনশীল। নৈতিক অধিকার আইনসিদ্ধ হতে পারে; আবার না-ও হতে পারে। আইন-স্বীকৃত হলে নৈতিক অধিকার আইনগত অধিকারের রূপ লাভ করে।

আইনগত অধিকার

আইনগত অধিকারের ধারণা প্রথম দেখা যায় উনিশ শতকে। বেন্থাম ও অস্টিন ছিলেন এই ধারণার প্রধান প্রবক্তা। আইনগত অধিকার রাষ্ট্র-সৃষ্ট, অর্থাৎ পজিটিভ। রাষ্ট্র আইন করে নাগরিকদের এই অধিকার দেয়। স্বাভাবিক বা নৈতিক অধিকার রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেলে এবং আইনের দ্বারা সমর্থিত হলে আইনগত অধিকারে পরিণত হয়। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনগত অধিকারই অধিকারের প্রধানতম রূপ।

(৫) লেভেলার্স ছিল ইংল্যান্ডের রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টপন্থীদের ১৬৪২ থেকে ১৬৪৯ সাল পর্যন্ত যে গৃহযুদ্ধ চলেছিল সেই সময়ের একটি পার্লমেন্টপন্থী গণতন্ত্রী দল। এঁরা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদী গণতন্ত্র এবং ব্যাপক সামাজিক সংস্কারের কথা বলত।

Scanned with CamScanner

১১.৩. অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন সময় যেসব তত্ত্ব রচিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান চারটি তত্ত্বের আলোচনা এখানে করা হল। এগুলি হল—(১) স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব; (২) অধিকারের আইনি তত্ত্ব; (৩) ভাববাদী তত্ত্ব এবং (৪) মার্কসীয় তত্ত্ব ।

(১) স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব

স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব অধিকার সম্পর্কে প্রাচীনতম তত্ত্ব। দুহাজার তিনশ বছর আগে গ্রিসের স্টোইক দার্শনিকদের এবং তারপর রোমান আইনজ্ঞদের লেখায় স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির সংগ্রামে স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব ছিল একটি প্রধান মতাদর্শ (ideology)। এমনকি বিশ শতকেও যে এই তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়নি তার প্রমাণ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আটলান্টিক চার্টারে এবং তার অব্যবহিত পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের চারটি স্বাধীনতার ঘোষণা,[৬] এবং সবশেষে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গৃহীত "মানব অধিকারের সনদ"।

প্রাচীনতম তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুসারে স্বাভাবিক অধিকার হচ্ছে সেইসব অধিকার যা স্বাভাবিক অর্থাৎ, প্রকৃতির দেওয়া এবং প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা স্বীকৃত। কাজেই, প্রাকৃতিক স্বাভাবিক আইনের মতো স্বাভাবিক অধিকারও দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। এই অধিকার সর্বকালীন ও সর্বজনীন। অর্থাৎ, সব দেশে এবং সব সময় একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবেই এই অধিকার ভোগ করে। এই অধিকার জন্মগত এবং অবিচ্ছেদ্য। একে বাতিল করা যায় না। অর্থাৎ কখনই এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। স্বাভাবিক অধিকারের উৎস হল প্রকৃতি এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল যুক্তিশীলতা। যুক্তির সাহায্যেই এই অধিকারকে জানা যায়। এই অধিকার স্বতঃসিদ্ধ।[৭]

মূল বক্তব্য

সতেরো ও আঠারো শতকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তারা সবাই চিরন্তন ও সর্বজনীন স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছেন। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের সাহায্যে তাঁরা মানুষের সমাজ জীবন ও শাসনব্যবস্থার মৌলিক শর্তগুলিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, সব অধিকারই অরাজনৈতিক সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট[৮]। প্রকৃতির জগতে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার, জীবনধারণের বা সম্পত্তির অধিকার ভোগ করত। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বহু মানুষের এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, যেহেতু স্বাভাবিক অধিকার মানুষের জন্মগত, কাজেই এই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না।

চুক্তিবাদীদের অভিমত

হব্‌স একটিমাত্র স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছিলেন। সেটি, মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার বা জীবনধারণের অধিকার। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন জন লক। তাঁর মতে, মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন এবং যুক্তিশীল। তার স্বাভাবিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। তিনি তিনটি স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছিলেন—(১) জীবনধারণের অধিকার; (২) স্বাধীনতার অধিকার ; এবং (৩)

লক-এর বক্তব্য

---

(৬) এই চারটি স্বাধীনতা হল—(১) মত প্রকাশের স্বাধীনতা, (২) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, (৩) অভাব থেকে মুক্তি এবং (৪) ভয়ের থেকে মুক্তি। রুজভেল্ট সর্বত্র এবং সবার জন্য এই স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

(৭) অর্থাৎ, নিজেই সত্য। প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

(৮) 'সিভিল সোসাইটি' বাংলায় 'পৌরসমাজ'—ও বলা হয়। অর্থ : রাষ্ট্র ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে অরাজনৈতিক সমাজ।

Scanned with CamScanner

সম্পত্তির অধিকার। রুশো "সাধারণ ইচ্ছা" কে চরম ক্ষমতার অধিকারী বলেছেন, কিন্তু, তা সত্ত্বেও, স্বাভাবিক আইনের ও অধিকারের গুরুত্ব অস্বীকার করেননি।

ফরাসি বিপ্লবের সময় মানবাধিকারের ঘোষণা

ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লবী আইনসভার মানব অধিকারের ঘোষণায় "মানুষ হিসেবে অধিকার" আর "নাগরিকের অধিকারের" মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল। "মানুষ হিসেবে অধিকার" মানুষের সহজাত অধিকার। আর "নাগরিকের অধিকার" হল সেই অধিকার যা রাষ্ট্র-সৃষ্ট, প্রত্যেকেই নাগরিক হিসেবে যা ভোগ করে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল : "মানুষও জন্মগতভাবেই স্বাধীন এবং স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও দমনের বিরুদ্ধে অধিকার তার স্বাভাবিক অধিকার এবং সবার সমান অধিকার। অর্থাৎ এইসব অধিকারের ক্ষেত্রে জন্মগতভাবে সবাই সমান।[৯]

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও বলা হয়েছিল, সব মানুষই যে জন্মগতভাবে সমান এটা স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এবং জন্মগতভাবেই ঈশ্বর তাদের কতকগুলি অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়েছেন, যার মধ্যে আছে জীবনধারণের, স্বাধীনতার ও সুখান্বেষণের অধিকার। সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হল এই অধিকারগুলির রূপায়ণ।[১০]

স্বাভাবিক অধিকারকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করার কারণ

স্বাভাবিক অধিকারকে স্বতঃসিদ্ধ বলার কারণ এটাই যে, কোনো সমাজে এই অধিকার অপ্রাপ্য হতে পারে, কিন্তু অপ্রাপ্য মানেই অলভ্য নয়। কেননা, এসব অধিকারের স্রষ্টা সমাজ বা রাষ্ট্র নয়। একজন ব্যক্তি জন্মসূত্রে ভারতীয়, ইংরেজ বা আমেরিকান হতে পারেন কিংবা নিগ্রো হতে পারেন বা ইহুদি হতে পারেন। জন্ম একটা আপতন বা অ্যাক্সিডেন্ট। কর্মজীবনেও তিনি একজন ডাক্তার, কেরানি বা শ্রমিক হতে পারেন। সেটাও অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু তিনি যে মানুষ এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। ইংরেজ বলে বা ভারতীয় বলে তিনি কোনো জন্মগত বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারেন না; কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানুষের এই বৈশিষ্ট্য তার অপরিহার্য সত্তা (essence)। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে এই সত্তাকে বলা হয়েছে যুক্তিশীলতা (rationality)। স্বাভাবিক অধিকারের উৎস এই মানবসত্তা বা যুক্তিশীলতা। ফরাসি দেশের মানব-অধিকারের ঘোষণার অন্যতম রচয়িতা টমাস পেন লিখেছেন : "যে অধিকার মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তার উপর বর্তায়, সেটাই তার স্বাভাবিক অধিকার.....আর সমাজের সদস্য হিসেবে সে যে অধিকার ভোগ করে সেগুলি তার নাগরিক অধিকার। সব নাগরিক অধিকারের ভিত্তিই হল স্বাভাবিক অধিকার"।

বিভিন্ন স্বাভাবিক অধিকার

জে. মেরিটেইন মোট ৭টি স্বাভাবিক অধিকারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—(১) জীবনধারণের অধিকার; (২) স্বাধীনতার অধিকার; (৩) সম্পত্তির অধিকার; (৪) ইচ্ছামতো ধর্মাবলম্বনের অধিকার; (৫) বিবাহের অধিকার; (৬) পরিবার গঠনের অধিকার; (৭) মানুষের মতো আচরণ পাওয়ার অধিকার।[১১]

স্বাভাবিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য

স্বাভাবিক অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে একত্রিত করে বলা যেতে পারে—(১) স্বাভাবিক অধিকার স্বতঃসিদ্ধ (self-evident); (২) এই অধিকার অবিচ্ছেদ্য (inalienable); অর্থাৎ, এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না (indefeasible); (৩) এই অধিকার সর্বজনীন (universal); এবং (৪) এটি পরম অধিকার (absolute)।

(৯) "Men are born free and equal in respect of their 'natural' and imprescriptible rights of liberty, property, security and resistance of oppression". Declaration of the Rights of Man and of Citizen by the National Assembly of France (1791)

(১০) Declaration of Independence of the United States of America (July 4, 1776.)

(১১) Margaret Macdonald : Natural Rights. Crespigny and Werthimer (ed) : Contemporary Political Theory. p. 235.

Scanned with CamScanner

সমালোচনা

স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাটি নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। অনেকেই এর বিরোধিতা করেছেন। যেমন—

বেন্থামের সমালোচনা

(১) বেন্থাম ও উপযোগবাদীরা স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বেন্থাম দু'ধরনের যুক্তি উপস্থিত করেছেন—দার্শনিক ও রাজনৈতিক। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেন্থাম স্বাভাবিক অধিকারের মূল বিবৃতিকে অর্থহীন বলে মনে করেছিলেন। কেননা, অধিকার মানে কর্তব্যও; একজনের অধিকার আছে মানেই তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্য কারও কর্তব্যও আছে। যদি কেউ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। তা নাহলে, অধিকার ও কর্তব্য দুই-ই অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হলে আইন থাকতে হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি থাকতে হবে। এমনকি নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করলেও নিন্দার আশঙ্কা থাকে; কিন্তু, স্বাভাবিক অধিকারের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই থাকে না। সে কারণে এই অধিকার অর্থহীন। বেন্থাম একে "অর্থহীন বাগাড়ম্বর"[১২] বলে বর্ণনা করেছেন।

বেন্থাম আসলে যেটি লক্ষ করেননি, তা হল, স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের মূল বক্তব্যই ছিল এসব অধিকার জন্মগত, অবিচ্ছেদ্য এবং স্বতঃপ্রমাণিত। কাজেই, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য, এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় কিংবা ফরাসি বিপ্লবের মানবাধিকারের ঘোষণায় এই স্বীকৃতিই দেওয়া হয়েছিল।

(২) বেন্থামের দ্বিতীয় যুক্তি রাজনৈতিক। স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করেছেন। কেননা, এই তত্ত্ব সমাজ-সংস্কার বিজ্ঞানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা। তাঁর মতে, সার্বভৌম ইচ্ছা করলেই প্রতিটি ব্যক্তির মতামত বা পছন্দ-অপছন্দের সংখ্যাতাত্ত্বিক সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তার জন্য বিমূর্ত আদর্শের অনুসন্ধান অপ্রয়োজন। বিশেষ করে, এই আদর্শের যখন কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, এবং তা একান্তই ব্যক্তিগত মতামত নির্ভর।[১৩]

বেন্থামের এই যুক্তির মূলে ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাঁর সময়ে ইংল্যান্ডে আইনজীবীরা স্বাভাবিক অধিকারকে পবিত্র ঘোষণা করে, এবং ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনের (Common Law) মধ্যে এই অধিকার মূর্ত বলে দাবি করে। সেজন্য তাঁরা সব ধরনের আইনের সংস্কারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছিলেন। ফলে, এক সময় যে স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে, তখন তা বাস্তবে রক্ষণশীলতার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল।[১৪]

মার্কসের সমালোচনা

(৩) মার্কসও স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। মার্কস-এর প্রথম বক্তব্য ছিল, স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে মানুষের সহজাত অধিকারের নামে প্রকৃতপক্ষে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর ব্যক্তির অধিকারকে[১৫] প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে। এবং সম্পত্তির অধিকারকে সে-কারণেই মানুষের স্বাভাবিক অধিকার বলে দাবি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মার্কস তত্ত্বের দিক থেকে স্বাভাবিক অধিকারের ধারণাকে ভ্রান্ত বলে

---

(১২) "Nonsense upon stilts." Barry উদ্ধৃত করেছেন।

(১৩) Norman P. Barry. pp. 236-237.

(১৪) Benn & Peters. p.94.

(১৫) মার্কসের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে "On the Jewish Question"-এ স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তখনও মার্কস-এর চিন্তা হেগেল-প্রভাবিত। যে কারণে মার্কস যে অরাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক (Civil society) সমাজের কথা বলেছেন, সেই সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শ্রেণির ধারণা তখনও মার্কস-এর লেখায় দেখা যায়নি।

Scanned with CamScanner

মনে করেছেন। কেননা, কোনো অধিকারই স্থান-কাল-নিরপেক্ষ বা সমাজ-নিরপেক্ষ হতে পারে না, এবং কোনো অধিকারই 'চরম' বা 'পরম' (absolute) হতে পারে না। তৃতীয়ত, স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বের প্রবক্তারা ছিলেন উদারনৈতিক এবং বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণার সমর্থক। তাঁরা জন্মগত অধিকারের নামে মূলত বুর্জোয়া ব্যক্তির অধিকারকে সব কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

গ্রিন-এর সমালোচনা

(৪) গ্রিন স্বাভাবিক অধিকারকে সামাজিক নয় (Non-social) বলে সমালোচনা করেছেন, তবে ভিন্ন যুক্তিতে। গ্রিনের প্রথম যুক্তি, অধিকারের জন্য সামাজিক স্বীকৃতি দরকার। কেননা, নৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে কোনো দাবি সাধারণভাবে সমাজ স্বীকার করে নিলে তবেই সে দাবি কার্যকর হয়। গ্রিন এটা অস্বীকার করেননি যে, এমন অধিকার থাকতে পারে যা সর্বজনস্বীকৃত নয়। কিন্তু তিনি যার উপর জোর দিয়েছেন, তা হল, একটি অধিকারকে যুক্তিসম্মত হতে হল সমাজের সবার না হলেও অন্তত অধিকাংশের মতে সেটি ভালো বলে স্বীকৃত হতে হবে। গ্রিনের দ্বিতীয় যুক্তি, মানুষ যে অধিকার ভোগ করে, তা তার নিজের জন্য নয়, সবার ভালোর অংশীদার হিসেবে। কাজেই, সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো অধিকার থাকতে পারে না। অধিকারের শর্তই হল : তাকে সর্বজনীন মঙ্গলের সহায়ক হতে হবে। কিন্তু স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্বে ব্যক্তির স্বার্থ এবং ব্যক্তির অধিকারকে সমাজের কল্যাণ থেকে আলাদা করে দেখা হয়েছে। সেজন্য এই অধিকার যুক্তিসম্মত নয়।[১৬]

ল্যাস্কির সমালোচনা

(৫) ল্যাস্কিও প্রায় একইভাবে তত্ত্বটির সমালোচনা করেছেন। ল্যাস্কির মতে, অধিকার ও ক্রিয়া (function) পরস্পরের সংলগ্ন। আমার অধিকার থাকে এই কারণেই যাতে আমি সমাজের আদর্শ পূরণের ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারি। "আমি যে দাবি করছি...তাকে অবশ্যই আমার ভূমিকা যথোচিতভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় হতে হবে।" এবং "সমাজের কাছে আমি যে দাবি করছি....সে দাবিগুলোকে স্বীকার্য হতে হবে। কেননা, স্বীকৃতির অর্থ এর সঙ্গে যে একটি পরিচিত জনস্বার্থের প্রশ্ন জড়িত আছে, তা মেনে-নেওয়া।[১৭] কাজেই, ল্যাস্কির মতে, "আমাদের অধিকার সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, বরং তা সমাজের মধ্যেই থাকে"।[১৮]

মার্গারেট ম্যাকডোনাল্ডের সমালোচনা

(৬) যে মূল প্রতিজ্ঞাটির উপর স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত মার্গারেট ম্যাকডোনাল্ড সেটির যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতিজ্ঞাটি হল—মানুষ যুক্তিশীল প্রাণী। অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই এটিকে একটি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল : সত্যিই কি এটি স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণীয়? তাছাড়া যুক্তিশীলতার মানে কী?—এর কোনো স্পষ্ট উত্তর দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয়ত, কান্টকে অনুসরণ করে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, যুক্তিশীলতা মানে, বিমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা, তাহলে প্রশ্ন হল, সব মানুষই কি এভাবে চিন্তা করতে পারে? বা সবাই কি যুক্তিশীল? অল্প কিছু লোকই বুদ্ধিবৃত্তির ওই স্তরে পৌঁছোতে পারে। কাজেই মানুষ জন্মগতভাবেই যুক্তিশীল এবং তার প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সে স্বাভাবিক অধিকারের দাবিদার, এই বক্তব্য অর্থহীন। ম্যাকডোনাল্ডের মতে, স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব আসলে একটি নৈতিক অধিকারের

---

(১৬) Benn & Peters, pp. 97-98.

(১৭) "Rights, therefore, are corvelative with functions. I have that because I make my contribution to the social end." এবং "My claim comes from the fact that I share with others in the pursuit of a common end." Grammar of Politics, p. 94.

(১৮) "Our ritghts are not independent of society, but inherent in it". Ibid.

Scanned with CamScanner

তত্ত্ব, কিন্তু তত্ত্বটি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যুক্তি-শৃঙ্খলার দিক থেকে তা অসঙ্গতিপূর্ণ।[১৯]

মূল্যায়ণ

স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব একসময় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তত্ত্বটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

(২) ভাববাদী তত্ত্ব (Idealist Theory)

মূলত রুশো ও হেগেল-এর তত্ত্ব

অধিকারের ভাববাদী তত্ত্ব বলতে মূলত রুশোর এবং হেগেলের তত্ত্বকে বোঝায়। গ্রিনও অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু, তিনি ভাববাদী দার্শনিক হলেও, তাঁর অধিকারের তত্ত্বে ভাববাদের সঙ্গে উদারনৈতিক ব্যক্তিবাদের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

সমাজ ও রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ অধিকার হয় না

ভাববাদী দার্শনিকরা সবাই রাষ্ট্রকে দেখেছেন একটি অখণ্ড সমগ্র (Organic Whole) হিসেবে। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি। ব্যক্তি এই অখণ্ড সমগ্রের অঙ্গ মাত্র। সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কাজেই ব্যক্তির সমাজ ও রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ কোনো অধিকার নেই।

স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার বিরোধিতা

স্বভাবতই ভাববাদীরা স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার বিরোধী। কেননা, সমাজ ও রাষ্ট্রের বাইরে কোনো ব্যক্তির অধিকার থাকতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন না। ভাববাদীরা ব্যক্তির অধিকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির সব অধিকার ও স্বাধীনতা মূর্ত হয়।

রুশোর মত

রুশো তাঁর লেখায় ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, ব্যক্তির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে 'সাধারণ ইচ্ছা'য়। ব্যক্তির ইচ্ছা এই 'সাধারণ ইচ্ছা'র অধীন। তাঁর সব স্বাধীনতা ও অধিকারই নিহিত থাকে 'সাধারণ ইচ্ছা'র মধ্যে। এই 'সাধারণ ইচ্ছা'ই সার্বভৌম। অর্থাৎ 'সাধারণ ইচ্ছা'ই রাষ্ট্রের ক্ষমতা। কাজেই ব্যক্তির সব স্বাধীনতাই নিহিত থাকে রাষ্ট্রের মধ্যে। রাষ্ট্রই তার অধিকারকে রূপ দেয়। ফলে, রুশো ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও কার্যত নাকচ করে দিয়েছেন। ব্যক্তিকে বলি দিয়েছেন রাষ্ট্রের যূপে।

হেগেল-এর বক্তব্য

হেগেল-এর বক্তব্যও প্রায় একইরকম। তবে তিনি একে ভিন্ন দার্শনিক চেহারা দিয়েছিলেন। হেগেল-এর অধিকারের তত্ত্ব তার সমগ্র দর্শনতত্ত্বের (system-এর) অঙ্গ। হেগেল জাতি রাষ্ট্রকে দেখেছিলেন বাস্তব জীবনে পরম প্রজ্ঞার[২০] চরমতম আত্মপ্রকাশ (self-realization) হিসেবে। সেজন্যই তিনি বলেছেন রাষ্ট্র হচ্ছে "ইতিহাসে ঈশ্বরের অগ্রগতি।"[২১] অরাজনৈতিক সমাজের (civil society) ব্যক্তিস্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যেই সর্বজনীন স্বার্থ রূপ পায়। রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ব্যক্তির আসল ইচ্ছা। কাজেই ব্যক্তির সব স্বাধীনতা ও অধিকার মূর্ত হয় রাষ্ট্রের নির্দেশের মধ্যে। রাষ্ট্রই ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা বা প্রকৃত অধিকারের আধার।

গ্রিনের ভিন্ন মত

গ্রিন রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তির সব অধিকারকে নাকচ করে দেননি। বস্তুত তিনি প্রয়োজনে ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাওয়ার অধিকারকে ন্যায়সঙ্গত বলতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনিও সামাজিক ন্যায়বোধের সঙ্গে অধিকারের সঙ্গতির প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কাজেই গ্রিনের তত্ত্ব বিশুদ্ধ ভাববাদী তত্ত্ব নয়। তিনি ভাববাদের সঙ্গে উদারনৈতিকতার সংমিশ্রণ করতে চেয়েছেন।

---

(১৯) Margaret Macdonald : Natural Rights. Crespigny & Wertheimer : Contemporary Political Theory p. 225-243.

(২০) হেগেল-এর এই পরম প্রজ্ঞাকে (supreme consciousness) ঈশ্বরও বলা যেতে পারে।

(২১) "March of God in history".

Scanned with CamScanner

সমালোচনা

রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করা হয়েছে

অধিকারের ভাববাদী তত্ত্ব বহু-সমালোচিত। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান ও প্রধান আপত্তি এই যে, এই তত্ত্বে রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত (glorify) করা হয়েছে। এক অর্থে ভাববাদী তত্ত্বটি রাষ্ট্রসর্বস্বতার তত্ত্ব (statist theory)। এতে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রই জীবনের সবকিছু নির্ধারণ করে। ইতিহাসে দেখা গেছে, এই চরম রাষ্ট্রবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছে। যেমন হয়েছিল হিটলারের নাৎসিবাদী জার্মানিতে।

পূর্বানুমান ভ্রান্ত

দ্বিতীয়ত, ভাববাদী তত্ত্বটি যে পূর্বানুমানকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে, সেটি ঠিক নয়। যেমন, ধরে নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি, একটি অখণ্ড নৈতিক সত্তা এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তির আসল ইচ্ছা (real will) প্রকাশিত হয়। এই পূর্বানুমানটি ঠিক নয়। কারণ, রাষ্ট্র কোনো অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয়। যে কথাটা ল্যাস্কি বলেছেন, রাষ্ট্র বলতে বোঝায় কিছু মানুষকে, যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, অথবা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন।[২২] আসলে রাষ্ট্রের ইচ্ছা মানে কিছু ব্যক্তির ইচ্ছা, এবং সেই ইচ্ছার মধ্যে সবার অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত হতে পারে না।

মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা

তৃতীয়ত, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও তত্ত্বটি সমালোচিত। কেননা, মার্কসীয় তত্ত্বে রাষ্ট্র মানেই শ্রেণি-রাষ্ট্র। শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাই রাষ্ট্রের মূল কাজ। কাজেই রাষ্ট্রের ইচ্ছায় যে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রকাশিত হয়, তা মূলত শাসকশ্রেণির অধিকার। কখনো কখনো রাষ্ট্র—যেমন, বুর্জোয়া রাষ্ট্র—সমগ্র বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থে ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যান্য শ্রেণির নাগরিকদেরও কিছু কিছু অধিকার দেয়, কিন্তু তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে।

জোড-এর সমালোচনা

চতুর্থত, অনেকে তত্ত্বটির আর একটি সমালোচনা করেছেন। এঁদের মতে, অধিকারের ভাববাদী ধারণাটি গ্রহণ করলে অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়।[২৩] যেমন ধরা যাক, পুলিশ একজন চোরকে ধরেছে, এবং বিচারক তাকে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু চোরটি সমাজেরই একজন, কাজেই রাষ্ট্রের ইচ্ছার মধ্যে তার আসল ইচ্ছাও প্রতিফলিত, এবং বিচারক ও পুলিশ রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী কর্মচারী। অতএব চোরটি যে শাস্তি পেল তাকে ধরে নিতে হবে তা তার নিজের আসল ইচ্ছারই রূপায়ণ। অর্থাৎ শাস্তির মধ্য দিয়ে চোরটির স্বাধীনতারই প্রকাশ ঘটেছে। সন্দেহ নেই, এই সিদ্ধান্ত শুধু অদ্ভুতই নয়, হাস্যকরও।

মূল্যায়ন

ভাববাদী তত্ত্বে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে, এবং ব্যক্তি পরিণত হয়েছে রাষ্ট্র নামক একটি যন্ত্রের নাট-বল্টুতে। তার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। স্বভাবতই আধুনিক মানুষের কাছে তত্ত্বটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) আইনি তত্ত্ব

অধিকারের আইনি তত্ত্বের (Legal Theory) প্রবক্তা বেন্থাম এবং অস্টিন।

অধিকার শুধু আইনের দ্বারাই সৃষ্ট হতে পারে

এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, অধিকার একমাত্র আইনের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ যে অধিকার আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায়, সেইটিই আসল অধিকার। অধিকারের অন্য সব সংজ্ঞার্থ বিষয়ীগত (subjective), যার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই, অথবা অধিবিদ্যা (metaphysical), যা মূলত কল্পনানির্ভর। অস্টিন আইনগত (legal)

(২২) "....state, at any given moment, means a body of men and women in possession of actual power"—Grammar of Politics. p. 96.

(২৩) যেমন C. E. M. Joad বলেছেন, 'Paradoxical result'—Introduction to Political Theory. p. 13.

Scanned with CamScanner

অধিকার এবং প্রথাগত (conventional) অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। প্রথাগত অধিকার বলতে তিনি মূলত নৈতিক অধিকারের কথা বলেছেন। কিন্তু এই অধিকার আইনসিদ্ধ নয় বলে আদালতের সাহায্যে বলবৎযোগ্য নয়। সেজন্য প্রথাগত অধিকার বাস্তবে ব্যবহার্য অধিকার নয়।

স্বাভাবিক অধিকারের অস্বীকৃতি

অস্টিন প্রথাগত অধিকারের অর্থাৎ স্বাভাবিক অধিকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল যে, ওই অধিকার অকার্যকর। কেননা, তা বলবৎযোগ্য নয়। বেন্থাম সব স্বাভাবিক অধিকারকেই অলীক বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, "প্রকৃত অধিকার একমাত্র আইনের দ্বারা সৃষ্ট হয়; বাস্তব আইন থেকে বাস্তব অধিকারের জন্ম; কিন্তু প্রকৃতির আইন কাল্পনিক,...ফলে তার থেকে যে অধিকারের জন্ম সে অধিকারও কাল্পনিক।"[২৪]

অধিকারকে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়েছে

অধিকারের আইনি তত্ত্বকে আবার পজিটিভিস্ট থিয়োরি বলা হয়। কারণ, এই তত্ত্বে শুধু রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সৃষ্ট অধিকারকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই তত্ত্বের একটি বৈশিষ্ট্য হল, অধিকারকে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়েছে, অর্থাৎ অধিকার মানেই ক্ষমতা। অস্টিন লিখেছেন, "প্রত্যেকটি অধিকারের (ঐশ্বরিক, আইনগত অথবা নৈতিক) অস্তিত্ব নির্ভর করে আপেক্ষিক কর্তব্যের উপর, যারা অধিকারটি ভোগ করছে তারা ছাড়া অন্য সবার কর্তব্যের উপর।" এটা সহজেই বোঝা যায়, ওই আপেক্ষিক কর্তব্য বাস্তবে পালিত হবে না, যদি না যে আইনের দ্বারা ওই অধিকার অর্পিত হয়েছে, তা শক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়।[২৫]

বাস্তববাদী (realist) বলে পরিচিত আইনি তত্ত্বের একদল সমর্থকের মতে অবশ্য অধিকার ক্ষমতাকে সূচিত করে না। অধিকারের মূলে থাকে প্রত্যাশা (expectation)। একজন ব্যক্তির অধিকার বলার অর্থ ওই অধিকারটি রক্ষিত হবে (যেমন, আদালতের দ্বারা) এমন প্রত্যাশা আছে।

ওয়েসলি হোফেল্ড আইনগত অধিকারকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন, (১) ব্যক্তি স্বাধীনতা (Liberty), (২) দাবিসূচক অধিকার (Claim), (৩) অপ্রসক্তি বা অনাক্রম্যতা (Immunity), (৪) ক্ষমতা (Power)।

সমালোচনা :

বহুত্ববাদীদের সমালোচনা

প্রথমত, এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবেই শুধু অধিকার ভোগ করে। ল্যাস্কি প্রমুখ বহুতত্ত্ববাদীরা এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, বাস্তবে দেখা যায় রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সংঘ ও গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবেও ব্যক্তি অধিকার ভোগ করে থাকে।

রাষ্ট্র আইন বা অধিকার কোনোটাই সৃষ্টি করে না

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে অধিকারের ধারণাটি পজিটিভ আইনের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। কেননা এই তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র যেমন আইনের একমাত্র উৎস, তেমনি আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রই শুধু অধিকার সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেক সমালোচকের মতে, রাষ্ট্র আইনও সৃষ্টি করে না, অধিকারও করে না। নির্দিষ্ট সমাজে স্বীকৃত অধিকারকে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে রূপায়িত করে মাত্র।

তত্ত্বটি বর্ণনা মূলক

তৃতীয়ত, অধিকারের আইনি তত্ত্বটি নিছক বর্ণনামূলক তত্ত্ব। অর্থাৎ এই তত্ত্বে আইনসিদ্ধ অধিকারের অর্থাৎ বাস্তব ঘটনার শুধু বর্ণনাই দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজে কিছু অধিকার কেন আইনের স্বীকৃতি পায়, অন্য অনেক অধিকার পায় না, তা ব্যাখ্যা করতে

(২৪) 'Rights, the substantive right, is the child of law : from real laws come real rights, but from imaginary laws, from laws of nature...comes imaginary rights.' Quoted by Michael Freeden, Rights, p. 18.

(২৫) "Every right (devine, legal or moral) rest on a relative duty; that is to say duty lying on a party or parties other than the party or parties in whom the right resides. And manifestly, that relative duty would not be a duty substantially, if the law which affects to impose it were not sustained by might". Quoted in Benn and Peters, p. 19.

Scanned with CamScanner

এই তত্ত্ব সাহায্য করে না। তাছাড়া অধিকারের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদি নিয়েও এই তত্ত্ব আলোচনা করে না।

মূল্যায়ন

সমালোচনা সত্ত্বেও অধিকারের আইনি তত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ, এই তত্ত্ব যে কোনো রাষ্ট্রে বাস্তবে ব্যক্তি যে অধিকার ভোগ করে তা জানতে সাহায্য করে।

(৪) মার্কসীয় তত্ত্ব

অধিকারের মার্কসীয় তত্ত্বটি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুসারে স্থান-কাল-নিরপেক্ষ বিমূর্ত অনৈতিহাসিক (a-historical), পরম (absolute) অধিকার বলে কিছু নেই। অধিকারের প্রকৃতি নির্ভর করে নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার প্রকৃতির উপর। যে কারণে দেখা যায় সমাজব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনের (রূপান্তরের) সঙ্গে সঙ্গে অধিকার সম্পর্কে ধারণাও পরিবর্তিত হয়।

মার্কসীয় তত্ত্বের মূল বক্তব্য : (১) অধিকার অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নের আপেক্ষিক, এবং (২) সম্পত্তির সম্পর্কের আপেক্ষিক।

অধিকারের প্রচলিত ধারণার সমালোচনা

কার্ল মার্কস তাঁর প্রথম জীবনে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত 'ইহুদি প্রশ্নে'[২৬] প্রবন্ধে অধিকারের ধারণাটির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মানুষের স্বাভাবিক অধিকার এবং নাগরিকদের আইনগত অধিকার, অধিকারের এই দুটি ধারণারই সমালোচনা করে মার্কস দেখিয়েছিলেন, এই অধিকারের দাবি বস্তুত অরাজনৈতিক সমাজ (civil society) থেকে উদ্ভূত। মূলত এ দাবি বুর্জোয়া ব্যক্তির—সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর মানুষের দাবি। ফরাসি বিপ্লবের সময় রচিত অধিকারের ঘোষণা এবং বিপ্লবী সংবিধানকে বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখান যে, এতে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছিল, আসলে তা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির স্বাধীনতা, বুর্জোয়ার সম্পত্তি রক্ষার স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা অর্থে, বুর্জোয়ার বাণিজ্যিক ও শিল্পসংস্থাগুলিকে সুরক্ষিত করা।

বৈষম্যমূলক সমাজে সমান অধিকারের কথা বুজরুকি

পরিণত বয়সে লেখা 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কস একই কথা বলেছেন। মানুষের 'সহজাত অধিকারের' মূলকথা শ্রমশক্তির বেচাকেনা। এমন একটি সমাজে, যেখানে "স্বাধীনতা, সাম্য, সম্পত্তি এবং বেন্থাম একত্রে শাসন করেন"। এই সমাজের আসল লক্ষ্য স্বার্থপরতা—লাভ, আর ব্যক্তিগত স্বার্থ—যদিও বাহ্যত মনে হয় সার্বিক স্বার্থপূরণই যেন কাম্য। অধিকারের তত্ত্বে যে সবার সমান অধিকারের কথা বলা হয়, মার্কস তার সমালোচনা করে দেখিয়েছেন সমাজের ভিত্তি শ্রেণিবৈষম্য হলে, অধিকারের সমতার কথা বলা বুজরুকি মাত্র।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রকৃত অধিকার অসম্ভব

কিন্তু তাই বলে, মার্কস-এঙ্গেলস অধিকারের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে এরকম—মানুষের প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সামাজিক সত্তা।[২৭] মার্কস একেই বলেছেন প্রজাতি সত্তা (species being)। কাজেই, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বিরোধিতার নয়। ব্যক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে সমাজের অন্যান্যদের মধ্যে এবং তাদের সহায়তায়। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই প্রকৃত সম্পর্ক বিকৃত রূপ নেয়। যার ফলে, পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক দাঁড়ায় বিরোধিতার সম্পর্কে। যেমন, বুর্জোয়া অরাজনৈতিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেকে সবার বিরুদ্ধে (each against all)। যে কারণে, অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অধিকারকে সুরক্ষিত করার ধারণা উদারনৈতিক তত্ত্বে মুখ্যস্থান নিয়েছে। অতএব, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যে অধিকারের কথা বলা হয়, তা মূলত শাসকশ্রেণির অধিকার। শ্রেণি-আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তা প্রয়োজন। এর থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ এবং অধিকার একমাত্র সুনিশ্চিত হতে পারে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে। তার জন্য প্রয়োজন সমাজের মৌলিক রূপান্তর।

---

(২৬) On Jewish Question (1843).

(২৭) "The individual is social being"—Economic Philosophic Manuscript.

Scanned with CamScanner

মূল্যায়ন

মার্কসীয় তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য হল, এই তত্ত্বে অধিকারের প্রকৃতিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। যার ফলে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে অধিকারের ধারণার যে পরিবর্তন দেখা গেছে, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, কেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে অধিকার বাস্তবে সর্বজনীন নয়, তা বুঝতে মার্কসীয় তত্ত্ব সাহায্য করে। এবং তৃতীয়ত, সমাজব্যবস্থার কী মৌলিক পরিবর্তন হলে ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উপরোক্ত কারণে অধিকারের মার্কসীয় তত্ত্ব সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে।

১১.৪. অধিকারের প্রকারভেদ

সাধারণভাবে অধিকার তিন প্রকার

সাধারণভাবে অধিকার তিন ধরনের—(১) স্বাভাবিক অধিকার, (২) নৈতিক অধিকার, (৩) আইনগত অধিকার। মানুষের সহজাত অধিকার স্বাভাবিক অধিকার; যেমন, জীবনধারণের অধিকার। যেসব অধিকারের ভিত্তি ন্যায়-নীতিবোধ সেগুলিকে বলে নৈতিক অধিকার। যেমন, পিতামাতার পুত্রকন্যার কাছে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার। আর যেসব অধিকার রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত—অর্থাৎ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত—সেই অধিকারকে বলে আইনগত অধিকার। যেমন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোট দেওয়ার অধিকার। এর মধ্যে আইনগত অধিকারই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রধানত আলোচ্য।

হোফেল্ড চার প্রকারের অধিকারের কথা বলেছেন

ওয়েসেলি হোফেল্ড চার ধরনের আইনগত অধিকারের কথা বলেছেন—স্বাধীনতা (liberty), (২) দাবি (claim), (৩) অপ্রসক্তি বা অনাক্রম্যতা (immunity), (৪) ক্ষমতা (power)। স্বাধীনতার অধিকার বলতে সেই অধিকারকে বোঝায় যার সঙ্গে কর্তব্যের কোনো যোগ নেই। যেমন, বাক্‌স্বাধীনতা। দাবিমূলক অধিকার বলতে সেইসব অধিকারকে বোঝায় যা অন্যের কর্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল। যেমন, সম্পত্তির অধিকার। অনাক্রম্যতা কোনো নির্দিষ্ট আইনগত দায় থেকে অব্যাহতি, কূটনীতিকরা যে অব্যাহতি পায়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—যেমন, আইনসভা—অন্যান্যদের অধিকার নির্ধারণের যে ক্ষমতা ভোগ করে তাকেই হোফেল্ড ক্ষমতার অধিকার বলেছেন। এই চার ধরনের আইনগত অধিকারের মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার আর দাবিমূলক অধিকার রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ।

বার্কার-এর শ্রেণিবিভাগ

অন্যদিকে বার্কার, বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা যেসব আইনগত অধিকার ভোগ করে বা তাদের যে অধিকারগুলি ভোগ করা উচিত,—সেগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—(১) স্বাধীনতার অধিকার (liberty), (২) সাম্যের অধিকার (equality) এবং (৩) সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার (fraternity)।

(১) স্বাধীনতার অধিকার

বার্কারের মতে, স্বাধীনতার অধিকার তিন ধরনের—রাজনৈতিক (political), পৌর (civil), এবং অর্থনৈতিক (economic)।

রাজনৈতিক অধিকার :

রাজনৈতিক অধিকার

যেসব অধিকার শাসনব্যবস্থার নির্বাচন বা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত, সেগুলি রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার প্রধানত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই দেখা যায়। প্রধানতম রাজনৈতিক অধিকার হল আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের অর্থাৎ নির্বাচন করার এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার। যেসব দেশের বিচারব্যবস্থায় জুরির সাহায্যে বিচারের পদ্ধতি প্রচলিত, সেখানে জুরিতে অংশগ্রহণের অধিকারও রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল, রাজনৈতিক দলগঠনের অধিকার।

Scanned with CamScanner

পৌর অধিকার :

পৌর অধিকার

পৌর অধিকারকে বার্কার তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি, দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে সর্বত্র গমনাগমনের অধিকার, যে-কোনো স্থানে বসবাসের অধিকার প্রভৃতি এই ধরনের অধিকারের উদাহরণ। অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণের অধিকারও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়টি, মানসিক বা বৌদ্ধিক স্বাধীনতার অধিকার। বিবেকের স্বাধীনতা বা স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার এই ধরনের। এছাড়াও মতামত পোষণ করার ও প্রকাশ করার স্বাধীনতা এবং সভাসমিতি ও সঙ্ঘ-সংগঠন করার অধিকার বৌদ্ধিক স্বাধীনতার উদাহরণ। তৃতীয়টি, ইচ্ছা বা পছন্দের স্বাধীনতা। সম্পত্তি অর্জন ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা, বৃত্তি নির্বাচনের অধিকার বা স্বাধীনভাবে যে-কোনো ব্যাবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের অধিকার; বিবাহ করার ও পরিবার প্রতিপালনের অধিকার, এই তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত পৌর অধিকার।

(২) অর্থনৈতিক অধিকার

অর্থনৈতিক অধিকার

অর্থনৈতিক অধিকারকেও তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি, নিরাপত্তার অধিকারের সম্প্রসারণের জন্য যেসব অর্থনৈতিক অধিকার সৃষ্ট হয়— যেমন, ফ্যাক্টরি আইন বা শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইনের ফলে প্রাপ্ত অধিকার। অসুস্থ থাকলে, বেকার হলে, কিংবা বৃদ্ধবয়সে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারও এই ধরনের অর্থনৈতিক অধিকার। দ্বিতীয় শ্রেণির অর্থনৈতিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্প্রসারণের ফল। যেমন, শ্রমিকসংঘ গঠনের এবং মজুরি ও শ্রমের অন্যান্য শর্ত নির্ধারণে অংশগ্রহণ করার অধিকার। ধর্মঘট করার অধিকারও এই ধরনের অধিকার। আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমিকদের কারখানা পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। এটিও দ্বিতীয় শ্রেণির অর্থনৈতিক অধিকার। তৃতীয় শ্রেণির অর্থনৈতিক অধিকার মূলত সম্পত্তির অধিকার।

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও, বর্তমানে কর্মে নিযুক্তির অধিকার এবং একই ধরনের কাজের জন্য সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার বলে স্বীকৃত।

(৩) সাম্যের অধিকার

সাম্যের অধিকার

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে চারটি সাম্যের অধিকার নাগরিকদের প্রাপ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল। অধিকারগুলি হল—

(১) আইনের চোখে সমান অধিকার, (২) সমান বিচার পাওয়ার অধিকার, (৩) করপ্রদানের ক্ষেত্রে সমতার অধিকার, এবং (৪) সরকারি চাকরি এবং খেতাব লাভের ক্ষেত্রে সমান অধিকার। বর্তমানে সমাজচিন্তার অগ্রগতি সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের অধিকারের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে।

আধুনিককালে যেসব সাম্যের অধিকার স্বীকৃত, অথবা স্বীকৃতির দাবি নিয়ে উপস্থিত, সেগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার, (২) অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার, এবং (৩) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার।

(১) রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার

ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে যে সাম্যের অধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছিল, সেগুলি সবই রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার। কেননা অধিকারগুলি সবই ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমান অধিকার।

(২) অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার

অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার বর্তমানে বহু সমর্থিত একটি অধিকারের দাবি। যদিও এই দাবি এখনও অধিকাংশ দেশেই স্বীকৃতি পায়নি। অর্থনৈতিক সাম্য বলতে শুধু সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকই বোঝায় না, মূলত অর্থনৈতিক মর্যাদা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে সমতার অধিকারকে বোঝায়। উৎপাদনের উপকরণের উপর সর্বজনীন বা জাতীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এই অধিকারের ভিত্তি।

Scanned with CamScanner

(৩) সাংস্কৃতিক সাম্যের অধিকার

সাংস্কৃতিক সাম্যের অধিকার বলতে সাধারণভাবে বোঝায় দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদে ও ঐতিহ্যে সমান অধিকার এবং বিশেষ করে আধুনিক পৃথিবীতে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে সমান অধিকার।

(৪) সহযোগিতার অধিকার

দ্যুগুই-এর অভিমত

সহযোগিতার অধিকার বলতে সেইসব সুযোগসুবিধাকে বোঝায় যা ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর পক্ষে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ যেসব সুযোগসুবিধার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয়। ফরাসি লেখক দ্যুগুই 'সংহতি' বা 'পারস্পরিক সহযোগিতার' জন্য তিনটি আবশ্যকীয় অধিকারের কথা বলেছেন—শিক্ষার অধিকার, সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার এবং কর্মে নিযুক্তির অধিকার। বর্তমানে শেষের দুটিকে অর্থনৈতিক অধিকারের শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

(১) বস্তুগত সুযোগসুবিধার

প্রধানত দুই ধরনের অধিকার এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি, বস্তুগত সুযোগসুবিধার অধিকার, যেগুলির জন্য সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন; যেমন, যানবাহনের (public transport) সুযোগ পাওয়ার অধিকার, জনস্বাস্থ্যের সুবিধা পাওয়ার (হাসপাতাল ইত্যাদি) অধিকার, জাতীয় বিমার অধিকার, ইত্যাদি।

(২) মানসিক বা বৌদ্ধিক উৎকর্ষের জন্য সুযোগসুবিধা

দ্বিতীয়টি, মানসিক বা বৌদ্ধিক উৎকর্ষলাভের সুযোগসুবিধার অধিকার। যেমন, জনশিক্ষার অধিকার; পাঠাগার, মিউজিয়াম ইত্যাদির সুযোগলাভের অধিকার।[২৮]

এই অধিকারগুলি কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১১.৫. বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় অধিকারের প্রকৃতি

একটি সমাজে নাগরিকরা কী ধরনের অধিকার ভোগ করবে তা নির্ভর করে সমাজটির প্রকৃতির উপর। যে কারণে, দাস-সমাজে ব্যক্তি যে অধিকার ভোগ করত, আর সামন্ততান্ত্রিক কিংবা ধনতান্ত্রিক সমাজে যে অধিকার ভোগ করেছে বা করে তা আলাদা হয়, অর্থাৎ অধিকার সমাজ-আপেক্ষিক।

সমাজের প্রকৃতিটিকে ধরা যায় সম্পত্তি-ব্যবস্থাকে লক্ষ করলে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা সামাজিক না ব্যক্তিগত, এবং ব্যক্তিগত হলে সম্পত্তিকে ভিত্তি করে শ্রেণি-সম্পর্কটি কী ধরনের, তা দেখলে। এরই ভিত্তিতে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সব সমাজকে আদিম সাম্যতান্ত্রিক সমাজ, দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলে চিহ্নিত করা হয়। নীচে এই বিভিন্ন ধরনের সমাজে অধিকারের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজে অধিকার

আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজ উৎপাদনের উপকরণের—প্রাকৃতিক সম্পদ ও হাতিয়ারের—উপরে অধিকার ছিল গোটা সমাজের। সবাই সমবেত শ্রমের দ্বারা খাদ্যসংগ্রহ করত আর তা সমানভাবে ভাগ করে নিত। উৎপাদনক্ষমতা ছিল এত নিম্নস্তরের যে, কোনো উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব ছিল না। ফলে, উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার কোনো প্রশ্নও ছিল না। অর্থাৎ শোষণ ছিল না; শ্রেণিভেদও ছিল না। অধিকারের ক্ষেত্রেও কোনো ভেদাভেদ ছিল না। রাষ্ট্র ছিল না; সুতরাং আইনগত অধিকারের প্রশ্ন ছিল না। অধিকার বলতে যা কিছু ছিল, সবই সামাজিক অর্থাৎ একের অপরের কাছে দাবি। সম্মিলিত নিরাপত্তার প্রশ্নই ছিল মুখ্য।

দাস-সমাজে অধিকার

ভেদাভেদ প্রথম দেখা দেয় যখন কিছু ব্যক্তি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দাবি করে। শ্রেণি-ভেদাভেদেরও শুরু তখন থেকে। প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজ দাস-সমাজ। এই সমাজে উৎপাদনের উপকরণের, অর্থাৎ, জমি লাঙল ইত্যাদির মালিক

(২৮) Norman P. Barry, p. 228.

Scanned with CamScanner